মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মীলাদ প্রসঙ্গ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মীলাদ প্রসঙ্গ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-২
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৬ খৃ.
৫ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০০ খৃ.

৬ষ্ঠ প্রকাশ
রজব ১৪৪০ হি./ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/মার্চ ২০১৯ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

হাদিয়া
২০ (বিশ) টাকা মাত্র

MILAD PRASHANGA by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والســـلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের নিবেদন

(كلمة المؤلف)

১৯৮৬ সালের অক্টোবরে ছোট্ট পকেট সাইজ পুস্তিকা আকারে বইটি প্রথম বের হয়। তখনকার বিরূপ পরিবেশে পুস্তিকাটি ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারীতে ৫ম সংস্করণের পর থেকে এতে আর হাত দেওয়া হয়নি। এবারে হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ, মনপুরা প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ সমূহে (৭-১০ই মার্চ'১৯) সাংগঠনিক শিক্ষা সফরের অভিজ্ঞতায় পুস্তিকাটি পুনঃসংস্করণের ও ব্যাপকভাবে প্রচারের চাহিদা সৃষ্টি হয়।

বর্তমান সংস্করণে কিছু নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। যা জ্ঞানের স্বচ্ছ দুয়ার খুলে দেবে ও বিদ'আতমুক্ত জীবন যাপনে মুমিনকে আরও বেশী উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশা করি। যারা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করতে চান, তারা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই ও পুস্তিকা সমূহ প্রচারের জন্য সংগঠনের 'বই বিতরণ প্রকল্পে' সহযোগিতা প্রেরণ করুন। ইনশাআল্লাহ এই ছাদাক্বা কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দিবে *(ছহীহাহ হা/৩৪৮৪)*।

পরিশেষে অত্র বই প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত-

১৯শে মার্চ ২০১৯ খৃ. মঙ্গলবার। লেখক।

সূচীপত্র

(المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের নিবেদন	০৩
১. বিদ‘আতের সংজ্ঞা	০৫
২. বিদ‘আত-এর পরিণাম	০৫
৩. বিদ‘আত বড়ই প্রিয়বস্তু	০৭
৪. ঈদে মীলাদুন্নবী	০৮
৫. মীলাদের আবিষ্কর্তা	০৯
৬. আলেমদের সহযোগিতা	০৯
৭. আলেমদের শ্রেণীভেদ	১০
৮. মীলাদ বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত	১০
৯. উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম	১০
১০. মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকী	১১
১১. কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ?	১১
১২. ক্বিয়াম প্রথা	১১
১৩. অন্যান্যদের সাথে সামঞ্জস্য	১৭
১৪. একটি ছাফাই	১৯
১৫. মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ	২০
১৬. নূরে মুহাম্মাদী	২৪
১৭. আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী ইসলাম	২৬
১৮. প্রেমের প্রদর্শনী	২৮

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً؟ اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا– 'বলে দাও, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব?' 'তারা হ'ল ঐসব লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গিয়েছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করেছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-০৪)*।

১. বিদ'আতের সংজ্ঞা

<u>আভিধানিক অর্থে,</u> البدعةُ هى كُلُّ ما أحدَثَ على غيرِ مثالٍ سابِقٍ 'ঐ সকল নতুন সৃষ্টি, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই'। <u>শারঈ অর্থে,</u>

البدعةُ هِيَ الطَّرِيْقَةُ الْمُخْتَرَعَةُ فِى الدِّيْنِ تُضَاهِى الشَّرِيْعَةَ يُقْصَدُ بِهَا التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى صِحَّتِهَا دليلٌ شَرْعِىٌّ صحيحٌ أَصْلاً اَوْ وَصَفًا–

'আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরী'আতের কোন মূলগত বা গুণগত ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়'।[১] <u>পারিভাষিক অর্থে,</u> সুন্নাতের বিপরীত বস্তুকে বিদ'আত বলা হয়'।

২. বিদ'আত-এর পরিণাম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২] একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/১৭১৮ (১৮)*।

১. সলীম হেলালী জর্ডানী (জন্ম : ১৯৫৭ খৃ.), আল-বিদ'আহ (আম্মান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃ. ৬ ; গৃহীত : আবু ইসহাক শাত্বেবী আন্দালুসী (মৃ. ৭৯০ হি.) আল-ই'তিছাম (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ) ১/৩৭ পৃ.।

২. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮ (১৭); মিশকাত হা/১৪০, আয়েশা (রাঃ) হ'তে।

ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ- وَفِى رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِىِّ : وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ- 'তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় হ'ল আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। তোমরা তা কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরবে ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর তোমরা ধর্মের নামে নতুন নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[৩] আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[৪]

খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-এরই সুন্নাত। কারণ তাঁরা কখনোই রাসূল (ছাঃ)-এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদনের বাইরে কোন কাজ করতেন না। যুগে যুগে বৈষয়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট বিভিন্ন আবিষ্কার সমূহ যেমন সাইকেল, ঘড়ি, চশমা, মটরগাড়ী, উড়োজাহায, মোবাইল ইত্যাদি বস্তুসমূহ আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বা নতুন সৃষ্টি হ'লেও শারঈ পরিভাষায় বিদ'আত নয়। তাই এগুলিকে গুনাহের বিষয় বলে মনে করা অন্যায়। অনেকে এগুলোকে অজুহাত করে ধর্মের নামে সৃষ্ট মীলাদ-ক্বিয়াম, শবে মি'রাজ-শবেবরাত, কুলখানী-চেহলাম প্রভৃতি বিদ'আত সমূহকে শরী'আতে বৈধ কিংবা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে থাকেন, যেটা আরো অন্যায়। যদি কেউ জেনে-শুনে এগুলি বলেন বা করেন, তাহ'লে নিজেরা কবীরা গোনাহগার হবেন এবং তাদের কথা শুনে বা তাদের দেখাদেখি যারা ঐসব বিদ'আত করবেন, তাদের সমপরিমাণ গুনাহ ঐ সকল ব্যক্তিদের আমলনামায় যুক্ত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ-

---

৩. আহমাদ হা/১৭১৮৪-৮৫; হাকেম হা/৩২৯, ৩৩২; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

৪. নাসাঈ হা/১৫৭৮ 'ঈদায়েন-এর ছালাত' অধ্যায়, 'কিভাবে খুৎবা?' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৬০৮।

‘ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদের পাপভার যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা বশে বিভ্রান্ত করেছে। সাবধান! কতই না নিকৃষ্ট ভার যা তারা বহন করে’ *(নাহল ১৬/২৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ- ‘তারা অবশ্যই নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং সেই সাথে অন্যদের পাপভার। আর তারা যেসব মিথ্যারোপ করেছে, সে বিষয়ে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে’ *(আনকাবূত ২৯/১৩)*।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

‘যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করল, তার জন্য ঐ পরিমাণ পুরস্কার রয়েছে, যে পরিমাণ পুরস্কার তার অনুসারীগণ পাবে। তাদেরকে তাদের পুরস্কার হ’তে এতটুকুও কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করল, তার উপর ঐ পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, যে পরিমাণ গুনাহ তার অনুসারীদের হবে। তাদেরকে তাদের গুনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না’।[৫]

৩. বিদ‘আত বড়ই প্রিয়বস্তু

খ্যাতনামা তাবেঈ সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, إِنَّ الْبِدْعَةَ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، لِأَنَّ الْبِدْعَةَ لاَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا- ‘ইবলীসের নিকট অন্যান্য পাপের চাইতে বিদ‘আত অধিক প্রিয়। কারণ বিদ‘আতী তওবা করে না। কিন্তু পাপী তওবা করে’ (এজন্য যে, বিদ‘আতী বিদ‘আতকে নেকীর কাজ ভেবেই করে থাকে)।

৫. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০ ‘ইল্ম’ অধ্যায়।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, أَنَّ الْمُبْتَدِعَ الَّذِي يَتَّخِذُ دِينًا لَمْ يُشَرِّعْهُ اللهُ وَلاَ رَسُولُهُ، قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، فَرَآهُ حَسَنًا، فَهُوَ لاَ يَتُوبُ مَا دَامَ يَرَاهُ حَسَنًا– 'বিদ'আতী যে বস্তুকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রবর্তন করেননি। তার উক্ত মন্দকর্মকে তার জন্য শোভনীয় করা হয়। অতঃপর সেটিকে সে উত্তম মনে করে। ফলে সে তওবা করেনা, যতক্ষণ সে তাকে উত্তম বলে মনে করে'।[৬]

৪. ঈদে মীলাদুন্নবী

জন্মের সময়কাল (وَقْتُ الْوِلاَدَةِ)-কে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয় *(আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব)*। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী'-র অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্মমুহূর্ত'। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ করা এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' এদেশে একটি সাধারণ ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বরং ধর্মের নামে সৃষ্ট এই অনুষ্ঠানটি ইসলামের দু'টি 'ঈদ' অনুষ্ঠানের সঙ্গে উপমহাদেশে তৃতীয় আরেকটি 'ঈদ' হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। অন্য দুই ঈদের ন্যায় এদিনও সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। মিল, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিধ শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান সৃষ্টির মূলে রয়েছে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ ও দুনিয়াদার কিছু আলেমের দুঃখজনক ফৎওয়া। সরকারী পলিসি হিসাবে কিছু মুসলিম শাসক ও তাদের উত্তরসূরীগণ ধর্মের নামে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কুসংস্কার চালু করেছেন। আর সেটাকে সাধারণ মুসলমানের নিকটে গ্রহণযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন যুগে যুগে কিছু সংখ্যক নামধারী আলেম। প্রচলিত 'ঈদে মীলাদুন্নবী' বা 'মীলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠান অনুরূপভাবে ধর্মের নামে সৃষ্ট একটি বিদ'আতী অনুষ্ঠান মাত্র।

---

৬. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (মদীনা : ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.) ১০/৯ পৃ.।

৫. মীলাদের আবিষ্কর্তা

ক্রুসেড বিজেতা সেনাপতি মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি.) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হি.) সর্বপ্রথম ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান।[৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয় ১১ হিজরীতে। আর তাঁর মৃত্যুর ৬১৪ বছর পরে 'মীলাদুন্নবী' নামক বিদ'আতের উদ্ভব হয়। ক্রুসেড যুদ্ধকালে খৃষ্টান পক্ষ ২৫শে ডিসেম্বর তাদের নবী ঈসা (আঃ)-এর তথা তাদের কথিত যীশুখৃষ্টের জন্মদিবস অর্থাৎ 'বড়দিন' উপলক্ষে যুদ্ধ বন্ধ রাখত। তাদের দেখাদেখি গবর্ণর কুকুবুরী মুসলমানদের মধ্যে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্মদিবস হিসাবে 'মীলাদুন্নবী' চালু করেন বলে কথিত। প্রতি বছর মীলাদুন্নবীর মওসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী অন্যূন ২০টি খানক্বাহে তিনি গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। কখনও মুহাররম বা কখনও ছফর মাস থেকে এই মওসুম শুরু হ'ত। মীলাদুন্নবীর দু'দিন আগে থেকেই খানক্বাহের আশ-পাশে গরু-ছাগল যবাই-এর ধুম পড়ে যেত। কবি, গায়ক, ওয়ায়েয সহ অসংখ্য লোক সেখানে ভিড় জমিয়ে মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ'ত। গবর্ণর তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে উপহার সামগ্রী বিতরণ করতেন।[৮] উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, মিথ্যা নবী প্রেমের মহড়া দেখিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণের মন জয় করা।

৬. আলেমদের সহযোগিতা

আবিষ্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এগিয়ে আসেন, তিনি হ'লেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হি.)। তিনি 'আত-তানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি বই লেখেন এবং সেখানে বহু জাল হাদীছ জমা করেন। অতঃপর বইটি ৬২৫ হিজরীতে গভর্ণর কুকুবুরীর নিকট পেশ করলে তিনি

৭. আবুবকর আল-জাযায়েরী (১৯২১-২০১৮ খৃ.), অধ্যাপক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েত ছাপা, তাবি) পৃ. ৩১।

৮. ইবনু খাল্লিকান আল-ইরবালী (৬০৮-৬৮১ হি.), অফিয়াতুল আ'ইয়ান (বৈরূত : দার ছাদের, তাবি) ৪/১১৩-২১ পৃ. ক্রমিক ৫৪৭, মুযাফফরুদ্দীন; ক্রমিক ৪৯৭, ওমর বিন দেহিয়াহ; আহমাদ তায়মূর পাশা (১২৮৮-১৩৪৮ হি.), যাবতুল আ'লাম (কায়রো : ১৯৪৭) পৃ. ১৩৭।

খুশী হয়ে তাকে নগদ এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দেন *(দ্র. তারীখু ইবনে খাল্লিকান)*। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য আলেমরাও ঐ একই পথ ধরলেন। কেউবা সরকারের ভয়ে চুপ থাকলেন অথবা বদ দো'আ করেই ক্ষান্ত হ'লেন। কিন্তু বিদ'আত চালু হয়েই গেল, যা আজও চলছে।

৭. আলেমদের শ্রেণীভেদ

ওলামা তিন শ্রেণীর : (১) শিরক ও বিদ'আতের আহ্বায়ক ও তার সহযোগী। এদেরই কারণে রাজনীতি ও ধর্মের নামে জীবিত ও মৃত মানুষ পূজিত হচ্ছে। (২) শিরক ও বিদ'আতের বিরোধী। কিন্তু ভয়ে বা স্বার্থে চুপ থাকেন। এদের কারণে শিরক ও বিদ'আত সমাজে অপ্রতিহতভাবে জেঁকে বসেছে। (৩) শিরক ও বিদ'আতের প্রতিবাদ করেন এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। শেষোক্ত আলেমরাই প্রকৃত হকপন্থী। এঁদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে হক বেঁচে থাকে। যদিও এঁদের সংখ্যা সর্বদা কম।

৮. মীলাদ বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত

'আল-ক্বাওলুল মু'তামাদ' কিতাবে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ'আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারি করেছিলেন।[৯]

৯. উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমাদ সারহিন্দী (৯৭১-১০৩৩ হি.), আল্লামা হায়াত সিন্ধী (মৃ. ১১৬৩ হি.), রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (১২৪৪-১৩২৩ হি.), আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি.), মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী (১২৬৭-১৩৩৮ হি.), আহমাদ আলী সাহারানপুরী (মৃ. ১২৯৭ হি.) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সকলে এক বাক্যে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদ'আত ও গুনাহের কাজ বলেছেন।[১০]

---

৯. আব্দুস সাত্তার দেহলভী (১২৮৬-১৩৫৫ হি.), মীলাদুন্নবী (করাচী : তাবি) পৃ. ৩৫।

১০. মীলাদুন্নবী পৃ. ৩২-৩৩; মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৩০৭-১৩৬০ হি.) মীলাদে মুহাম্মাদী পৃ. ১৬-২০, ৩০-৩২; গাঙ্গোহী ও সাহারানপুরী, 'ফাতাওয়া মীলাদ শরীফ' সংকলনে : মুহাম্মাদ আতহার ওছমানী (দেউবন্দ, ভারত : মুহাম্মাদী প্রিন্টিং প্রেস, তাবি) পৃ. ৩-৪।

১০. মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকী

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যুদিবস যে সোমবার, সে বিষয়ে ছহীহ হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জন্মের তারিখ উল্লেখ নেই। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে ৮ হ'তে ১২ই রবীউল আউয়ালের মধ্যে ৯ তারিখ ব্যতীত সোমবার ছিল না। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ রবীউল আউয়াল সোমবার, ১২ই রবীউল আউয়াল বৃহস্পতিবার নয়।[১১] দুর্ভাগ্য এই যে, প্রচলিত হিসাবে আমরা ১২ই রবীউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু দিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান করছি। যদিও মদীনার হিসাবে ১লা রবীউল আউয়ালই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাতের সঠিক দিন।[১২]

১১. কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার, প্রথম নবুঅত প্রাপ্তি ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার, হিজরতের পর মদীনায় প্রথম পদার্পণ ১২ই রবীউল আউয়াল শুক্রবার, মৃত্যুর তারিখ ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার।[১৩] উক্ত দিনগুলির মধ্যে নবুঅত লাভের তারিখটিই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেদিনের স্মরণে ইসলামে কোন অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়নি। কেউ সেটি পালনও করেনা।

১২. ক্বিয়াম প্রথা

সপ্তম শতাব্দী হিজরীর প্রথম দিকে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হি.) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে।[১৪] তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না এবং এর জন্য আল্লামা সুবকীকে দায়ী করারও কোন যুক্তি নেই।[১৫] আরো আশ্চর্য হ'তে হয় তখন, যখন আল্লামা

---

১১. মোহাম্মাদ আকরম খাঁ (১২৮৫-১৩৮৯ হি./১৮৬৮-১৯৬৮ খৃ.), মোস্তফা চরিত (ঢাকা : ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫) পৃ. ২২৫।

১২. লেখক প্রণীত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭ পৃ.।

১৩. ক্বাযী সুলায়মান মানছূরপুরী (১২৮৪-১৩৪৯ হি.), রাহমাতুল লিল 'আলামীন (দিল্লী : ১৯৮০) ১/৪০, ৪৭, ৯১, ২৫১।

১৪. আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ (১৯০২-১৯৮৯ খৃ.), মিলাদ মাহফিল (ঢাকা : ১৯৬৬) ১৭ পৃ.।

১৫. দ্রঃ তাজুদ্দীন সুবকী দিমাশক্বী (৭২৭-৭৭১ হি.), তাবাক্বাতুশ শাফেঈয়াহ কুবরা (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি, ১৩২২ হি. ছাপা হ'তে ফটোকৃত), ৬/১৭৪ পৃ.।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী-এর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত বিদ্বান বলেন, عِنْدِي أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ... هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا– 'আমার নিকটে মীলাদের ভিত্তি... বিদ'আতে হাসানাহ্র অন্তর্ভুক্ত, যা করলে ব্যক্তি ছওয়াব পাবে'। এ ব্যাপারে তিনি যে দলীল এনেছেন, তা হ'ল : (১) রাসূল (ছাঃ) নবী হওয়ার পর নিজের আক্বীক্বা নিজে করেছিলেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সবাইকে দাওয়াত করে খাইয়েছিলেন। (২) আবু লাহাব মৃত্যুর পরে তার পরিবারের কোন একজনকে (বলা হয়ে থাকে, আব্বাসকে) স্বপ্ন দেখান। তাকে বলা হয় আপনার অবস্থা কি? তিনি বলেন, আমি জাহান্নামে। তবে প্রতি সোমবার আমার আযাব হালকা করা হয় এবং আমার এই দুই আঙ্গুল থেকে পানি চুষে পান করি। আর এটা এ কারণে যে, মুহাম্মাদের জন্মের সুসংবাদ দানের ফলে আমি আমার দাসী ছুয়াইবাহকে মুক্ত করে দেই এবং সে তাকে দুধ পান করায়। উল্লেখ্য যে, আবু লাহাব ২য় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের সপ্তাহকাল পরে মারা যান। আব্বাস তখন কাফের ছিলেন এবং ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হন।[১৬]

ইবনু হাজার বলেন, সুহায়লী বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর এক বছর পরে আবু লাহাব তার ভাই আব্বাসকে স্বপ্ন দেখান যে, আমি জাহান্নামে খুব খারাব অবস্থায় আছি। তবে প্রতি সোমবারে আমার আযাব হালকা করা হয়'। তা এজন্য যে, সোমবারে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম হয় এবং এই সুখবর দানকারী দাসী ছুওয়াইবাকে আবু লাহাব মুক্ত করে দিয়েছিলেন।[১৭]

উত্তরে বলা যায় যে, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত ১ম আছারটি যদিও 'হাসান' *(ছহীহাহ হা/২৭২৬)*, তবুও এর দ্বারা কিভাবে 'মীলাদুন্নবী' সাব্যস্ত

---

১৬. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী মিসরী (৮৪৯-৯১১ হি.), হাভী লিল ফাতাওয়া, ১/২৭১-৮৪; ওমর বিন দেহিয়াহ প্রণীত প্রথম মীলাদের বইটির নাম সুয়ূত্বী বলেছেন, 'আত-তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন নাযীর' *(হাভী ১/২৭২ পৃ.)*। তবে এরবলের অধিবাসী ও সমসাময়িক ইতিহাসবিদ ইবনু খাল্লেকান (৬০৮-৬৮১ হি.) বইটির নাম বলেছেন, 'আত-তানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' *(অফিয়াত ৩/৪৪৯ পৃ.)*। সম্ভবতঃ একথাটিই সঠিক। 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' ৩য় মুদ্রণ ৫৬ পৃ.; 'আল-ইনছাফ' পৃ. ৪০।

১৭. আবুল ক্বাসেম আস-সুহায়লী (৫০৮-৫৮১ হি.), আর-রওযুল উনুফ ৩/৯৬; ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.), ফাৎহুল বারী শরহ ছহীহুল বুখারী ৯/১৪৫ পৃ., হা/৫১০১-এর আলোচনা।

করা যায়? অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে সেটি করেননি। চার খলীফা করেননি। কোন ছাহাবী করেননি। তাছাড়া রবীউল আউয়াল মাসে রাসূল (ছাঃ)-এর কেবল জন্মই হয়নি, তাঁর মৃত্যুও হয়েছিল একই মাসে। তাহ'লে এটি কেবল আনন্দের বা শুকরিয়ার মাস নয়, বরং দুঃখেরও মাস বটে। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম এর জন্য আনন্দ বা শোক কোনটাই করেননি। আর আমরা কেবল আনন্দই করে থাকি। ইসলামে যেখানে দিবস পালনের বিধান নেই, সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর ৬৩ বছরের বয়স হিসাব করে ৬৩ দিন ব্যাপী 'সাইয়েদুল আ'ইয়াদ শরীফ' (সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ শরীফ) পালন করার হেতু কি? অথচ তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের মধ্যেই আমাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى؛ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى– 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে অসম্মত। জিজ্ঞেস করা হ'ল, কে অসম্মত? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে, সে (জান্নাতে যেতে) অসম্মত'।[১৮] এক্ষণে যে কাজ তিনি করেননি, করতে বলেননি, সে কাজ ধর্মের নামে করা কি তাঁর আনুগত্য হবে, না অবাধ্যতা হবে? আর রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করে জান্নাত পাওয়ার আশা করা মিথ্যা মরীচিকা বৈ আর কি হ'তে পারে?

২য় আছারটি হ'ল, চাচা আব্বাসের কুফরী অবস্থার স্বপ্ন। যা সর্বসম্মতভাবে অগ্রহণযোগ্য। কেননা নবী ব্যতীত অন্য কারু স্বপ্ন শরী'আতের দলীল নয়। তাছাড়া আছারটি সরাসরি আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত নয়। বরং বর্ণনাকারী অন্যের থেকে শুনে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন *(আল-ইনছাফ ৪০ পৃ.)*। অতএব এটি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

তৃতীয়তঃ বিবাহের 'মোহরানা' অধ্যায় ও 'খোলা' অনুচ্ছেদ-এর মধ্যবর্তী আলোচনা : حُسْنُ الْمَقْصِدِ فِي عَمَلِ الْمَوْلِدِ 'মীলাদে সৎ উদ্দেশ্য'

---

১৮. বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

শিরোনামের আলোচনাটি আল্লামা সুয়ূত্বীর কি-না, সেটাও বিচার্য বিষয়। কারণ এটি বিবাহ বা তালাকের আলোচ্য বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব পরবর্তীকালে তাঁর গ্রন্থের মুদ্রণকারীদের পক্ষ থেকে নতুনভাবে মীলাদের প্রসঙ্গটি যোগ করে দেওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

সেদিনের রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মনেতাদের ন্যায় এ যুগেও সমাজনেতা ও কথিত ধর্মনেতাদের মাধ্যমেই সমাজে শিরক ও বিদ‘আতের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটছে। বিদ‘আতে হাসানাহ্র নামে কথিত মুফতীদের আবিস্কৃত নিত্য-নতুন বিদ‘আতে ইসলামের স্বচ্ছ-সুন্দর পোষাক ঢেকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এখন বিদ‘আতে হাসানাহ্র অগণিত পট্টিতে বিশুদ্ধ ইসলাম খুঁজে পাওয়াই দায় হয়ে পড়েছে। ফলে বিদ‘আতগুলিই সুন্নাত এবং শিরকগুলিই ইসলাম হিসাবে সমাজে পরিচিতি পেয়েছে। এইসব লোকদের থেকে দূরে থেকেই জান্নাতের পথ তালাশ করতে হবে।

মূর্তিভাঙ্গা ইব্রাহীমী তাওহীদকে নানা যুক্তি দিয়ে মূর্তি তাওহীদে পরিণত করেছিলেন কুরায়েশ নেতারা। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার প্রতিবাদ করে প্রকৃত তাওহীদকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি সকলের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কা‘বাগৃহ থেকে মূর্তি ছাফকারী মুহাম্মাদী তাওহীদকে নানা যুক্তি দিয়ে ছবি-মিনার-সৌধ ও কবরপূজার তাওহীদে পরিণত করেছেন বর্তমান যুগের মুসলিম নেতারা। আহলেহাদীছগণ তার প্রতিবাদ করে প্রকৃত তাওহীদকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। ফলে তারা সকলের বিরাগভাজন হয়েছেন।

ধর্মের নামে হাযারো বিদ‘আতের পট্টি লাগিয়ে কুরায়েশ নেতারা যেমন দ্বীনে ইব্রাহীমীকে কালিমালিপ্ত করেছিলেন, বর্তমানেও তেমনি ধর্মের নামে হাযারো বিদ‘আতের পট্টি লাগিয়ে দ্বীনে মুহাম্মাদীকে কালিমালিপ্ত করছেন মুসলিম নেতারা। যুগে যুগে আহলেহাদীছগণ এসবের প্রতিবাদ করেছেন, আজও করছেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত করে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

দুষ্টমতি লোকদের অপকীর্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সাবধান করে প্রায় আড়াইশ’ বছর পূর্বে হাকীমুল উম্মত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) স্বীয় ‘অছিয়ত নামা’য় ১ম অছিয়তে বলে গেছেন, ‘যেসব কাটমোল্লা ফক্বীহ (مُتَقَشِّفْ فقهاء) একজন আলেমের তাক্বলীদকে

দলীল বানিয়ে নিয়েছে এবং সুন্নাতের অনুসন্ধান থেকে বিরত রয়েছে, তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ওদের থেকে দূরে থেকেই আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান করবে'।[১৯] বিদ'আতী আলেমরা এগুলি করে ইসলামের কোন উপকার করছেন না, জনগণেরও কোন কল্যাণ করছেন না। বরং তারা মুমিনদের ঈমান হরণ করছেন, সাথে সাথে ইহূদী আলেমদের ন্যায় স্বল্প মূল্যে নিজেদের পরকাল নষ্ট করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ؛ 'আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ দ্বীনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি। যার রাত্রি হ'ল দিনের মত। আমার পরে কেউ এই দ্বীন থেকে পদস্খলিত হবে না, ধ্বংসশীল ব্যক্তি ব্যতীত। তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে, তারা সত্বর বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমাদের উপর কর্তব্য হ'ল, আমার স্পষ্ট সুন্নাতের উপর আমল করা এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমল করা। তোমরা সেগুলি মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে'।[২০] আলোচ্য 'মীলাদুন্নবী'র বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের স্পষ্ট সুন্নাতের বিপরীত। শরী'আতের অপব্যাখ্যা করে কথিত ফক্বীহ-মুফতীরা এগুলি সমাজে চালু করেছেন। ইসলামের সোনালী যুগে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না।

এদেশে দু'ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বেয়ামী, অন্যটি বে-ক্বেয়ামী। ক্বেয়ামীদের যুক্তি হলো, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর রূহের 'সম্মানে' উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা যদি তাদের ধারণা এই হয় যে, (১) মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী। কারণ সৃষ্টি জগতের কেউ এই ক্ষমতা রাখেনা। কেবলমাত্র আল্লাহ এ ক্ষমতা রাখেন। তিনি সাত আসমানের উপর

---

১৯. শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, 'অছিয়ত নামা' (অনুবাদ : হাফাবা, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৮ খৃ.) পৃ. ৬-৭।

২০. ইবনু মাজাহ হা/৪৩; ছহীহাহ হা/৯৩৭।

আরশে সমুন্নীত এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। আর তাই পৃথিবীর সর্বত্র বান্দার ছালাতে ও ইবাদতে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু নবীর সে ক্ষমতা নেই। (২) এ ধারণা সঠিক হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে আগেভাগে জানতে হবে যে, অমুক এলাকার অমুক বাড়ীর অমুক কক্ষে মীলাদ হবে। এটি গায়েব জানার বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কারু পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ؛ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ– 'তুমি বলে দাও যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ ব্যতীত। আর তারা জানেনা কখন তারা পুনরুত্থিত হবে' *(নমল ২৭/৬৫)*।

(৩) বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতি মিনিটে অসংখ্য মীলাদের মাহফিলে তাঁকে প্রায় একই সময়ে হাযির হ'তে হবে। অথচ তিনি আছেন কবরে বরযখী জীবনে। যেখান থেকে বের হয়ে দুনিয়ায় আসার কোন সুযোগ কারু নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ– '(মৃত্যুর পরে) তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। এমতাবস্থায় কল্পনা প্রসূত ব্যাখ্যা ছাড়া মীলাদ-ক্বিয়ামের পিছনে কোন দলীল খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

হানাফী মাযহাবের কিতাব 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়াহ, আল-বাহরুর রায়েক্ব প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে, مَنْ قَالَ: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمَشَايِخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ يَكْفُرُ– 'যে ব্যক্তি বলে যে, পীর-মাশায়েখদের রূহ হাযির হয়ে থাকে, তুমি জানো যে, সে ব্যক্তি কুফরী করল'। আরও বলা হয়েছে, مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللهِ وَاعْتَقَدَ بِذَلِكَ، كَفَرَ– 'যদি কেউ ধারণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মৃত ব্যক্তি কোন কাজের ক্ষমতা রাখে এবং সে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, তাহ'লে সে কুফরী করল'।[২১] আল্লাহ

২১. ইবনু নুজায়েম আল-মিছরী (মৃ. ৯৭০ হি.), আল-বাহরুর রায়েক্ব শরহ কানযুদ দাক্বায়েক্ব (দারুল কিতাবিল ইসলামী, তাবি) ৫/১৩৪ পৃ.; মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি.), তাহক্বীক্ব : ঈদ আল-'আব্বাসী, আত-তাওয়াস্সুল ওয়া আনওয়া'উহূ ওয়া আহকামুহূ (রিয়াদ : ১৪২১ হি./২০০১ খৃ.) ১/১২৫ পৃ.।

বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَـآئِهِمْ غَـافِلُونَ– ‘তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারাও তাদের আহ্বান সম্পর্কে কিছুই জানবে না’ *(আহক্বাফ ৪৬/৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করে বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّـارِ– ‘যে ব্যক্তিকে এ বিষয়টি খুশী করে যে, লোকেরা তার জন্য দণ্ডায়মান থাকুক, সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিক!’[২২] অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই রূহের আগমন কল্পনায় তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি?

১৩. অন্যান্যদের সাথে সামঞ্জস্য

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে জন্মাষ্টমীতে হিন্দুরা যে অনুষ্ঠান করে থাকে, সেখানে একজন ভাল বক্তা আসেন। ধূপদান, লোবান ও মোমবাতির মাঝে বক্তার ডাইনে থাকে তাদের পবিত্র গ্রন্থ ‘গীতা’ এবং পিছনে থাকে শিষ্যের দল। অতঃপর বক্তা বিভিন্ন ভঙ্গীতে মহামতি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী বর্ণনা শুরু করেন এবং ফাঁকে ফাঁকে সুরেলা কণ্ঠে প্রশংসা সূচক কবিতা আওড়াতে থাকেন।

উপস্থিত শ্রোতা ও শিষ্যমণ্ডলীর সকলে মাথা দুলিয়ে তালে তাল মিলিয়ে ঐ সুর ভাঁজতে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ এক পর্যায়ে বক্তা দাঁড়িয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে দাঁড়িয়ে ঢোল-করতাল বাজিয়ে সমস্বরে গাইতে থাকেন ‘স্বর্গে ছিল রামের নাম, মর্ত্যে কে আনিল রে...?’[২৩]

হে মীলাদ ভক্ত পাঠক! একবার তাকিয়ে দেখুন আপনার মৌলবী ছাহেব কি পড়ছেন। তিনি রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মীলাদের মাহফিলে হাযির জেনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছেন। আপনিও তাঁর সঙ্গে কলের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে

২২. তিরমিযী হা/২৭৫৫; আবুদাঊদ হা/৫২২৯; মিশকাত হা/৪৬৯৯ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ‘সালাম’ অনুচ্ছেদ, হযরত মু‘আবিয়া (রাঃ) হ’তে।

২৩. মিলাদ মাহফিল ৬৩ পৃ.।

গেলেন এবং নবীর কাল্পনিক রূহকে সম্মান জানিয়ে সকলে একই সুরে 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' (হে নবী তোমাকে সালাম) শুরু করে দিলেন।

অতঃপর আপনার মৌলবী ছাহেব মাথা দুলিয়ে সুরের তরঙ্গ উঠিয়ে ভক্তিরসে গলা ডুবিয়ে আরবী-ফার্সী, উর্দূ-বাংলাতে নবীর প্রশংসায় কবিতা শুরু করলেন। হিন্দু বক্তারা তাদের স্বর্গের রামকে দুনিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ভেবেছেন। আর আপনার মৌলবী ছাহেব আল্লাহ্র নবীকে স্বয়ং আল্লাহ ভেবে নিলেন। ঐ শুনুন তাঁর শ্রুতিমধুর উর্দূ কবিতার একটি অংশ-

وہ جو مستوی عرش تہا خدا ہوکر

اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفی ہوکر

ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কর্

উতার পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুছতফা হো কর্

'আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মদীনায় তিনি এলেন নেমে মুছতফা রূপে' (নাঊযুবিল্লাহ)। শী'আরা তাদের তৈরী তা'যিয়াকে 'হাসান-হোসায়েন-এর রূহ নাযিলের স্থান' (محل نزول أرواح إمامين) বলে মনে করেন এবং তা'যিয়া-র যেয়ারতকে 'দুই ইমামের যেয়ারত' বলে গণ্য করে থাকেন। মীলাদী ভাইয়েরা মীলাদ মাহফিলকে 'রাসূলের মহান রূহ নাযিলের স্থান' (محل نزول روح پرفتوح) মনে করে তাকে দাঁড়িয়ে বা কেউ বসে সালাম দিয়ে থাকেন।[২৪] খৃষ্টানদের অবস্থাও তাই। তারা গীর্জায় উপাসনাকালে শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে যীশুর ধ্যান করেন। যীশুর সঠিক জন্ম তারিখ তাদেরও জানা নেই। কল্পনার উপরে ভিত্তি করে ২৫শে ডিসেম্বরকে তারা যীশুর জন্মদিবস ধরে নিয়ে 'বড়দিন' (Christmas day) পালন করে চলেছেন। কি সুন্দর কুফরী ঐক্য! অথচ কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ঐসময় ছিল খেজুর পাকার মওসুম বা গ্রীষ্মকাল। সেজন্য আল্লাহ মারিয়ামকে বললেন, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا– 'আর তুমি তোমার দিকে

২৪. আহমাদ আলী সাহারানপুরী ও রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী, ফাতাওয়া মীলাদ শরীফ (দেউবন্দ : মাকতাবা রাশেদ কোং, ১৩১৭ হি.) ৪ পৃ.।

খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দাও। সেটি তোমার উপর পাকা খেজুর নিক্ষেপ করবে' *(মারিয়াম ১৯/২৫)*। অথচ ডিসেম্বর মাস হ'ল শীতকাল। যখন খেজুর পাকার প্রশ্নই ওঠে না।

১৪. একটি ছাফাই

মীলাদী ভাইয়েরা বলে থাকেন যে, মীলাদ বিদ'আত হ'লেও ওটা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বা উত্তম বিদ'আত। অতএব জায়েয তো বটেই বরং করলে ছওয়াব আছে। কারণ এর মাধ্যমে মানুষকে কিছু ওয়ায তো শুনানো যায়। উত্তরে বলা চলে যে, আপনি ছালাত আদায় করছেন, দেহ-পোষাক সবই পবিত্র, নিয়ত অত্যন্ত স্বচ্ছ। কিন্তু স্থানটি হ'ল কবরস্থান, আপনার ছালাত হ'লো না। কারণ ঐ স্থানে ছালাত আদায় করতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[২৫] অথচ আপনি সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَيُّهَا النَّاسُ! لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، 'হে জনগণ! এমন কিছু নেই যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে ও জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে, যে বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেইনি। আর এমন কিছু নেই যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে ও জান্নাত থেকে দূরে রাখবে, যে বিষয়ে আমি তোমাদের নিষেধ করিনি'।[২৬] সর্বোপরি দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন বিদ'আতে হাসানাহ্র নামে যেগুলি চলছে, এই সুন্দর কাজগুলি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) করেননি বা আমাদের করতে বলেননি। তাহ'লে আমরা ধর্মের নামে কিভাবে এগুলি করছি? সাথে সাথে যারা হাযারো মুমিনকে এভাবে পথভ্রষ্ট করছেন, তারা আখেরাতে এর পরিণতি একবার ভেবে দেখেছেন কি?

আপনি বিদ'আতী অনুষ্ঠানে নেকী করবেন? হাড়ি ভর্তি গো-চেনায় এক কাপ দুধ ঢালবেন? পান করবেন তো? তাছাড়া যেখানে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)

---

২৫. মুসলিম হা/৫৩২; মিশকাত হা/৭১৩।

২৬. শারহুস সুন্নাহ, বায়হাক্বী-শো'আব হা/৯৮৯১; মিশকাত হা/৫৩০০ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায় 'আল্লাহ্র উপর ভরসা ও ধৈর্যধারণ' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।

সমস্ত বিদ'আতকেই ভ্রষ্টতা বলেছেন,[২৭] সেখানে বিদ'আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করাটাই তো আরেকটা বিদ'আত হ'ল!

অনেক বিদ্বান বিদ'আতকে দুইভাগে কেউ পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। অথচ কথিত উত্তম বিদ'আত আসলে কোন বিদ'আতই নয়। কেননা শরী'আতে বিদ'আত হ'ল সেটাই, যা ধর্মের নামে হবে। আর রাসূল (ছাঃ) সকল বিদ'আতকে ভ্রষ্টতা বলেছেন।

আমরা বলি আপনি ওয়ায করবেন করুন। কিন্তু তার জন্য মীলাদ অনুষ্ঠান কেন? সাধারণ ওয়ায মাহফিল তো বছরের যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে করা চলে। এছাড়াও রয়েছে প্রতি জুম'আয় খুৎবা দানের চিরন্তন সাপ্তাহিক ওয়ায মাহফিলের সুন্দরতম শারঈ ব্যবস্থা। অথচ সব বাদ দিয়ে একটি বিদ'আতকে টিকিয়ে রাখার জন্য এভাবে ছাফাই গাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না।

১৫. মীলাদ অনুষ্ঠানে প্রচারিত বানাওয়াট হাদীছ ও গল্পসমূহ

(১) '(হে মুহাম্মাদ!) তুমি না হ'লে আমি আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে সৃষ্ট এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে'।

(৩) 'নূরে মুহাম্মাদী' হ'তেই আরশ-কুরসী, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে'।

(৪) 'আদম সৃষ্টির সত্তুর হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মু'আল্লায় লটকিয়ে রাখেন'।

(৫) 'আদম সৃষ্টি হ'য়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন'।

উক্ত মর্মে এদেশে প্রচলিত বহু পুরানো শিরকী কবিতা সমূহ চালু রয়েছে। যা মীলাদের মজলিসগুলিতে সুরেলা কণ্ঠে সমস্বরে পাঠ করা হয়। যেমন, 'তুমি হে নূরের নবী! নিখিলের ধ্যানের ছবি। তুমি না এলে দুনিয়ায়, আঁধারে ডুবিত সবি'। অথচ তিনি ছিলেন 'মানুষ নবী'। আর মানুষ কখনো

---

২৭. মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪১।

মানুষের ধ্যান করতে পারেনা। তাই তিনি কখনো ধ্যানের ছবি নন। বরং মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র গুণগান করে। কেবল আল্লাহকেই ডাকে ও তাঁকেই স্মরণ করে। তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁর উপরেই ভরসা করে এবং তাঁরই ইবাদত করে থাকে।

এছাড়াও ক্বিয়ামের শুরুতে দাঁড়িয়ে সমস্বরে সুরেলা কণ্ঠে পাঠ করা হয়।-

বালাগাল 'উলা বি কামা-লিহী, কাশাফাদ্দুজা বি জামা-লিহী;
হাসুনাত জামী'উ খিছা-লিহী, ছাল্লূ 'আলাইহি ওয়া আ-লিহী।

'যিনি স্বীয় সাধনায় পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন, যাঁর সৌন্দর্যের আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে'। 'যাঁর সকল আচরণ ছিল সৌন্দর্যের আকর, দরূদ তাঁর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর'।

এটি শেখ সা'দী (৫৮৫ অথবা ৬০৬-৬৯১ হি.)-র রচিত কবিতা। যা তাঁর 'গুলিস্তাঁ' কাব্যগ্রন্থ হ'তে উৎকলিত। বলা হয় যে, অত্র কবিতার শেষ দু'লাইন তিনি স্বপ্নযোগে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত হন। অতএব এটি সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে পাঠানো দরূদ হিসাবে গণ্য'। অথচ এই কাহিনীর কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। তাছাড়া এর মধ্যে রয়েছে শিরকের গন্ধ। যা মানুষকে আল্লাহ্র স্তরে পৌঁছে দেয়। এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী কল্পনা করা হয়েছে। যাঁর দেহের আলোকচ্ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। এটি কুরআন বিরোধী আক্বীদা *(কাহফ ১৮/১১০)*। দরূদের নামে এইসব কবিতা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(৬) আদম (আঃ) আল্লাহ্র আরশের নীচে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র সাথে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নাম দেখে মুহাম্মাদের অসীলায় ক্ষমা চান। ফলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন।

(৭) মে'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায় *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

(৮) রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে আনন্দ প্রকাশ করার কারণে ও সংবাদ দানকারিনী দাসী ছুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবু লাহাবের হাতের দু'টি আঙ্গুল পুড়বে না। এছাড়াও প্রতি সোমবার রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবসে জাহান্নামে আবু লাহাবের শাস্তি

মওকূফ করা হয় ও দু'আঙ্গুল চুষে তিনি পানি পান করেন বলে চাচা আব্বাস-এর নামে প্রচলিত তাঁর কাফের অবস্থার একটি স্বপ্নের বর্ণনা।

(৯) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে বিবি মরিয়ম, বিবি আসিয়া, মা হাজেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(১০) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার মূর্তিগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলি দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি...।[২৮]

উপরের বিষয়গুলি সবই বানাওয়াট। দেখুন মওযূ'আতে কবীর প্রভৃতি।

(১১) ২০১২ সালের নভেম্বরে দেশের একটি কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক জনৈক মুফতী 'মিলাদ ও কিয়ামের অকাট্য প্রমাণ' নামে অশ্রাব্য ভাষায় এবং লেখকের নাম বিকৃত করে আমাদের 'মীলাদ প্রসঙ্গ' বইয়ের বিরুদ্ধে ৪৪ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করেছেন। যার মধ্যে তিনি ৮টি আয়াত ও ১২টি হাদীছ দিয়ে 'মীলাদ' এবং ৪টি আয়াত ও ৪টি হাদীছ দিয়ে 'ক্বিয়াম' প্রমাণ করেছেন। সেই সাথে মীলাদের পক্ষে ইমাম ও মুহাদ্দিছগণের ২৪টি এবং ক্বিয়ামের পক্ষে ১৫টি ফৎওয়া ছাড়াও মীলাদ-ক্বিয়ামের পক্ষে ১০০জন মুফতীর ফৎওয়া উদ্ধৃত করেছেন।

মীলাদের পক্ষে তার আনীত আয়াতগুলি হ'ল : (১) আলে ইমরান ৩/১৬৪ (২) আহযাব ৩৩/৯ (৩) যোহা ৯৩/১১ (৪-৫) তওবা ৯/১২৮ (৬) শরহ ৯৪/৪ (৭) ছফ ৬১/৬ (৮) ইউনুস ১০/৫৮। অতঃপর আনীত ১২টি হাদীছের প্রথম দু'টি অতি প্রসিদ্ধ জাল হাদীছ। যেখানে রাসূল (ছাঃ)-কে 'নূর' বানানো হয়েছে এবং তিনি না হ'লে আল্লাহ আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতেন না' বলা হয়েছে। যার মধ্যে মীলাদ-ক্বিয়ামের কোন প্রমাণ নেই।

তার বইয়ের ৯টি শিরোনাম পড়লেই ভিতরের লেখনীর সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। যেমন (১) 'সমস্ত নবীগণ নিজ নিজ উম্মাতদের নিকট হুজুর পাক (সাঃ)-এর মীলাদ করেছেন। কোরআন শরীফ তার প্রমাণ' (পৃ. ৩)। (২) 'মীলাদ শরীফ ফেরেস্তাগণের সুন্নাত'। (৩) 'মীলাদ শরীফ পাঠ করা

২৮. মৌলুদে দিলপছন্দ, মৌলুদে ছাদী, আল-ইনছাফ, মিলাদ মাহফিল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

হুজুর পাক (দঃ)-এর সুন্নাত’ (পৃ. ৪)। (৪) ‘মীলাদ শরীফ সাহাবাদের সুন্নাত অর্থাৎ সুন্নাতে সাহবা’ (পৃ. ৬)। (৫) ‘মীলাদ শরীফ সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীনদের বর্ণিত হাদিস শরীফ সমূহ’ (পৃ. ৯)। (৬) ‘মিলাদ শরীফ সম্পর্কে বিখ্যাত ঈমাম ও মুহাদ্দিসগণ কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ এর দৃষ্টান্তে যা নির্ণয় করে গিয়েছে তাদের উক্তিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ’লঃ (পৃ. ১১)। (৭) ‘মাজহাবের ঈমামদের থেকে শুরু করে যুগে যুগে ঈমাম-মোজতাহীদ ও মোহাদ্দিস, মুফতী এবং বুজর্গানেদীন, আল্লাহ পাকের খাস বান্দাদের মীলাদ শরীফের আমলের প্রতি তাদের রায় বা সমর্থন ঃ (পৃ. ১২)। (৮) ‘মীলাদ শরীফের কিয়ামের অকাট্য দলিল’ (পৃ. ২১)। এখানে প্রমাণ হিসাবে ৪টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। (ক) ফাৎহ ৪৮/৯ (খ) শরহ ৯৪/৪ (গ) আলে ইমরান ৩/১৯১ (ঘ) বাক্বারাহ ২/১১৪। (৯) ‘মীলাদ কিয়াম সম্পর্কে বিশ্বের সমস্ত ঈমাম, মুজতাহীদ, ওলামায়ে হক্কানী, মুহাদ্দিস, মুফতিগণের মতামতগুলি লেখা কিতাব সমূহ হতে নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ (পৃ. ২৫)। এখানে মোট ১০০টি ফৎওয়া উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ২৫-৩৯)।

বস্ত্ততঃ এগুলি সবই কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়। রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনীই বড় প্রমাণ যে, সেযুগে মীলাদ-ক্বিয়ামের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কুরআন-হাদীছে কেবল এতটুকুই প্রমাণিত যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নাম বললে বা শুনলে তাঁর উপরে দরূদ পড়তে হয়। যা সকল মুসলমান ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদে এবং অন্য সময় পড়ে থাকেন। এর জন্য পৃথকভাবে মীলাদ-ক্বিয়াম অনুষ্ঠানের কোন প্রমাণ নেই।

মীলাদী ভাইদের এই সব মিথ্যা ও জাল হাদীছ বর্ণনার দুঃসাহস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। যেখানে রাসূল (ছাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّـــارِ– ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিক!’[২৯] তিনি বলেন, لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَـــا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ– ‘তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না,

২৯.বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।

যেভাবে নাছারারা ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। কেননা আমি আল্লাহ্র বান্দা ব্যতীত কিছু নই। অতএব তোমরা বল, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[৩০] যেখানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً– 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও বিবেক সবকিছু (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*, সেখানে এই সব লোকেরা কেউবা জেনে-শুনে, কেউবা অন্যের কাছে শুনে ভিত্তিহীন সব কল্পকথা ওয়াযের নামে মীলাদের মজলিসগুলিতে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাবতেও অবাক লাগে।

১৬. নূরে মুহাম্মাদী

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। যারা বলে, 'যত কল্লা তত আল্লা'। যারা 'আহাদ' ও 'আহমাদের' মধ্যে মীমের একটি পর্দা ছাড়া আর কোনই পার্থক্য দেখতে পায় না। যেমন বলা হয়ে থাকে 'আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা, আহমাদ 'আহাদ' হ'লে তবে যায় জানা। মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে 'আহাদ' নিরঞ্জন'।

তথাকথিত মা'রেফাতী পীরদের মুরীদ হ'লে নাকি মীলাদের মজলিসে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন্ত চেহারা দেখা যায়। একমাস খানক্বায় গিয়ে ধ্যান করলে কা'বা ঘর দেখা যায়। এমনকি সরাসরি আল্লাহকে দেখা যায়। তাদের পত্রিকার একটি কোণা পানির গ্লাসে ডুবিয়ে সেই পানি পান করলে সব রোগ সেরে যায়। তাদের ওরসের 'তাবার্রুক' খেলে এমনকি ক্যান্সারও ভাল হয়। তাদের মৃত পীর নাকি খানক্বার পুকুরের ঘাটে বসে ওযূ করার সময় বদনা ছুঁড়ে কা'বাগৃহ থেকে কুকুর খেদাতেন। তাদের পীরের দো'আয় বহু মৃত মুরীদ জীবিত হয়েছে। পীরের ধ্যানে ফানাফিল্লাহ হয়ে ভক্তরা বাঁশ বেয়ে উপরে উঠে নীচে লাফিয়ে পড়েন। তারা এমনই গদগদ হয়ে যান যে,

---

৩০. বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭; শামায়েলুত তিরমিযী হা/৩১৩। মিশকাতে 'মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ' লিখলেও ছহীহ মুসলিমে হাদীছটি পাওয়া যায়নি। ছাহেবে মিরক্বাত এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন।

সেখানকার নোংরা পানির কূয়ার সাথে মক্কার 'যমযম' কূয়ার সরাসরি যোগাযোগ আছে বলে দাবী করেন। ঐ পানি খেলে নাকি সব রোগ ভাল হয়ে যায়। পীরের মাযারের গাছে হাদিয়ার বিনিময়ে ঝুট কাপড়ের টুকরা ঝুলিয়ে দিলে মৃত পীরের দো'আয় সকল মুশকিল আসান হয়ে যায়। মীলাদভক্তরা রাসূলকে সরাসরি স্বপ্নে দেখতে পান। এমনকি তাঁর প্রশংসায় কবিতা পাঠ করায় তিনি নাকি খুশী হয়ে স্বীয় কবর থেকে হাত বের করে ভক্তের সাথে মুছাফাহা করেছেন। যে দৃশ্য দেখেছেন 'বড়পীর' আব্দুল ক্বাদের জীলানীসহ প্রায় ৯০হাযার মানুষ। এই সব উদ্ভট গল্প ও কুফরী আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদ ও ওরসের মজলিসগুলি। বর্তমানে পত্র-পত্রিকায় ও রেডিও-টিভিতে চলছে যার জয়জয়কার। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন- আমীন!

জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের নবী নূরের সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের নবী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মাটির সৃষ্টি ও মানুষের নবী। মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সেকারণ আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَـهٌ وَّاحِـدٌ؛ 'তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত নই। আমার নিকটে অহী করা হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন' *(কাহফ ১৮/১১০)*।

বিগত উম্মতগুলি তাদের স্ব স্ব নবীকে 'ফেরেশতা নবী' হিসাবে দাবী করেছিল, 'মানুষ নবী' হিসাবে নয়। তাদের নিকটে তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে নবী হিসাবে প্রেরণ করায় তাদের বিস্ময়ের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, فَقَالُوآ أَبَشَرٌ يَّهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِـيٌّ حَمِيــدٌ– 'তারা বলত, মানুষ কি আমাদের পথ দেখাবে? অতঃপর তারা তাদের প্রত্যাখ্যান করত ও মুখ ফিরিয়ে নিত। অথচ আল্লাহ তাদের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত' *(তাগাবুন ৬৪/৬)*।

এ যুগের মুসলিম নামধারী মুশরিক ও বিদ'আতীরা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে 'নূরের নবী' বানিয়ে প্রকারান্তরে বিগত যুগের কাফেরদের ন্যায় তাঁকে 'ফেরেশতা নবী' বানাতে চায়। তারা কুরআন-হাদীছ ও নবী জীবনকে সুকৌশলে অস্বীকার করে দুনিয়া হাছিল করতে চায়। অথচ এটাই বাস্তব যে, তিনি 'মানুষ নবী' ছিলেন এবং

মানুষের ন্যায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও সুখ-দুঃখের অধিকারী ছিলেন। এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন, – وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে’ *(ইউসুফ ১২/১০৬)*।

১৭. আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী ইসলাম

বাপ-মায়ের স্মৃতি যেমন সন্তানের মধ্যে সর্বদা জাগরুক থাকে, প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর স্মৃতি তেমনি মুসলিম জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে সর্বদা জাগরুক থাকে। বছরের একদিন, দু’দিন বা মাস ব্যাপী মীলাদুন্নবী, সীরাতুন্নবী, ইয়াওমুন্নবী বা দা‘ওয়াতুন্নবীর জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা বরং নবীর চিরন্তন আদর্শকে খাটো করারই শামিল। ইসলামী সংস্কৃতিতে একারণেই কারো জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী বা অন্য কোন দিবস ও বার্ষিকী পালনের অনুমতি নেই। এমনকি অতি পবিত্র জুম‘আর দিবসকে ছিয়াম ও রাত্রিকে ইবাদতের জন্য খাছ করে নিতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন’।[৩১] ইসলামে দিবস পালনের বিধান থাকলে বছরের ৩৬৫ দিনের প্রতি দিনই এমনকি দৈনিক একাধিক দিবস পালনের অবস্থা সৃষ্টি হ’ত। ইসলামে তাই দিবস পালন নয়, বরং আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব বেশী।

প্রচলিত দিবস ও বার্ষিকী পালনের রেওয়াজ অমুসলিমদের অনুকরণে বিভিন্ন মুসলিম দেশে চালু হয়েছে। মরক্কোতে বার্ষিকী পালনকে ‘মওসিম’ (موسِم) বা ঈদ বলে। কারণ তারা বছরে একবার উৎসব আকারে এটা পালন করে। আলজিরিয়ায় ‘যারাদাহ’ (زَرَدَةْ) বা হালক্বাহ বলা হয়। কেননা তারা ‘অলি’র নামে উৎসর্গীত খানা-পিনায় বরকত আছে মনে করে গোল হয়ে বসে খুব দ্রুত খেতে ভালবাসে। কোন কোন দেশে এটাকে ‘হযরত’ (حــــضرت) বলা হয় লোকদের ব্যাপক উপস্থিতির কারণে অথবা তাদের বিশ্বাস মতে ঐ অনুষ্ঠানে তাদের প্রিয় অলি বা ভক্তিভাজন ব্যক্তির পবিত্র রূহ হাযির হওয়ার কারণে। তবে মিসর বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র জন্মবার্ষিকীকে ‘মাওলিদ’ (مَوْلِـــد) বলা হয়। অতঃপর ঐসব অনুষ্ঠানের পরিধি ও উপাচার-উপাদান তার আয়োজকদের সচ্ছলতার হিসাবে কমবেশী হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎসবের সাধারণ রীতি অনুযায়ী প্রচুর খানা-

৩১. মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২ ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ।

পিনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা, মেলা বসানো ও সাথে সাথে মৃত অলি বা ভক্তিভাজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জোরে-শোরে নিজেদের কামনা-বাসনা নিবেদন ইত্যাকার হরেক রকমের অনুষ্ঠানে এইসব বার্ষিকীগুলি মুখর থাকে।

দিবস ও বার্ষিকী পালনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপকভাবে কাজ করে থাকে। ফলে ইচ্ছায় হৌক অনিচ্ছায় হৌক সরকারী সুবিধাদির সুযোগে বা লৌকিকতার কারণে অনেকে এইসব শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠানে যোগদান বা সহযোগিতা করতে বাধ্য হন। ক্রমেই এটা একপ্রকার রেওয়াজে পরিণত হয়ে যায়। যেমন বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশে সরকারী ও বেসরকারীভাবে মীলাদ, শবেবরাত-শবে মে'রাজ, কুলখানী-চেহলাম প্রভৃতি পালন অনেকটা নিয়মিত ও সাধারণ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আলেম সমাজের কাছেও এটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। অথচ ধর্মের নামে এইসব বাড়তি ও বাজে খরচের অনুষ্ঠানে কত শত কোটি টাকা যে প্রতি বছর মুসলমানের ঘর থেকে চলে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাজে ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অহেতুক বিবাদের ও মন কষাকষির কারণ হচ্ছে, তার খবর কে রাখে? সর্বোপরি এই সব অনুষ্ঠান মুসলিম জীবনের সহজ-সরল জীবনধারাকে যে নির্মম আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব করে ফেলে, তার চাইতে বড় ক্ষতি দুনিয়াতে আর কিছুই হ'তে পারে না। এছাড়া আখেরাতে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি তো আছেই।

একদা ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.)-কে বলেন, إِنَّ كُلَّ مَالَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلي الله عليـــه و سلم وَأَصْحَابِهِ دِيْنًا لَمْ يَكُنِ الْيَوْمَ دِيْنًا– وَقَالَ : مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْإِسْلاَمِ بِدْعَةً فَرَأَهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَانَ الرِّسَـــالَةَ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের সময়ে যেসব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমানকালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে উত্তম (বা 'বিদ'আতে হাসানাহ') মনে করল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন' (নাঊযুবিল্লাহ)।[৩২] অথচ বিদায় হজ্জের দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় ইসলামের

৩২. আল-ইনছাফ ৩২ পৃ.।

পূর্ণাঙ্গতার সনদ হিসাবে আল্লাহ পাক নাযিল করেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا، 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের উপরে আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম... *(মায়েদাহ ৫/৩)*। উক্ত আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর তাঁর মৃত্যুর মাত্র ৮১ দিন পূর্বে নাযিল হয়। এরপরে ইসলামে কোনরূপ যোগ-বিয়োগ করার অধিকার কারু নেই।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, كُلُّ مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا أَو سُنَّةً أَو إِجْمَاعًا فَهُوَ بِدْعَةٌ– 'নিশ্চয়ই কিতাব, সুন্নাত ও ইজমা'-এর বিপরীত যা কিছুর উদ্ভব হবে, সবই বিদ'আত' *(আল-ইনছাফ ৩২ পৃ.)*। প্রশ্ন হ'ল, প্রচলিত 'মীলাদুন্নবী'র প্রথা কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা, কোনটার মধ্যেই নেই। তাহ'লে এটাকে বিদ'আত ছাড়া আর কি বলা যাবে? যার পরিণতি হ'ল জাহান্নাম!

মীলাদুন্নবী বা অনুরূপ দিবস সমূহ ও বার্ষিকী পালন ইসলামের স্বর্ণযুগে পরিপূর্ণ দ্বীনের মধ্যে ছিল না। পরবর্তীতে বিভ্রান্তির যুগে দুষ্টমতি লোকদের মাধ্যমে ইসলামের লেবাস পরিধান করে মুসলিম সমাজে এগুলি প্রবেশ করেছে। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে জায়েয করার কুট কৌশল ছেড়ে সরাসরি সুন্নাহ্র অনুসরণের মধ্যেই মানুষের মুক্তি নিহিত। অতএব এসব থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশে ইসলাম বন্দী হয়ে পড়েছে সরকারী ও বেসরকারী কতকগুলি রেওয়াজ ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তুলবার মৌলিক দায়িত্ব যেন মুসলমান আজ ভুলতে বসেছে।

১৮. প্রেমের প্রদর্শনী

আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، (হে নবী!) 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

উক্ত আয়াতে শেষনবী (ছাঃ)-এর অনুসরণকে আল্লাহ্র ভালবাসার পূর্বশর্ত হিসাবে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা কার অনুসরণ করছি? রাসূল (ছাঃ) কি জীবনে কখনো তাঁর নিজের মীলাদ বা জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেছেন? তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ চারজন সাথী, সংকট মুহূর্তের সঙ্গী, দু'জন শ্বশুর ও দু'জন জামাই, জীবনের চেয়ে যারা নবীকে বেশী ভালবাসতেন, সেই মহান চার খলীফা দীর্ঘ ত্রিশ বছর খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা তো কখনো রাষ্ট্রীয়ভাবে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে প্রিয়নবীর উদ্দেশ্যে 'মীলাদ' অনুষ্ঠান করেননি। উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম বা মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদগণের কেউ তো কখনো মীলাদ অনুষ্ঠান করেননি।

বাংলাদেশে বর্তমানে (২০০০ সালে) একদিন শিল্প-কারখানা বন্ধ থাকলে নাকি কমপক্ষে সাড়ে চার শত কোটি টাকা লোকসান হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দেওয়া এই হিসাব যদি সঠিক হয়, তবে কেন ধর্মের নামে একজন গভর্ণরের আবিষ্কৃত বিদ'আতী অনুষ্ঠান পালনের জন্য সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়? কেনইবা এই বিদ'আতী অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতি বছর মিথ্যা নবীপ্রেমের প্রদর্শনী করা হয়? আমরা কি তবে অনুসরণ করছি আল্লাহ্র নবীর, না বিদ'আতী গভর্ণর কুকুবুরীর?

এখন আর মীলাদ কেবল বার্ষিকী নয়, বরং হর-হামেশা বিভিন্ন উপলক্ষে মীলাদ হচ্ছে। মীলাদ যেন কল্যাণের ও মুক্তির অসীলা। ছালাতীদের চেয়ে বে-ছালাতীদের ঘরেই যেন মীলাদের সরগরম বেশী। তবে মীলাদী মৌলবী ছাহেবরা সম্ভবতঃ নিজ বাড়ীতে কখনোই মীলাদ করেন না। অন্যের বাড়ীতে মীলাদ পড়া বা পড়ানোর ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ খুবই বেশী দেখা যায়।

বর্তমানে মীলাদ রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বিগত যুগে গভর্ণর কুকুবুরী যেমন মীলাদ চালু করে জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান যুগেও তেমনি সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি সেই পথ অনুসরণ করছে। এরা মুখে ধর্মের কথা বললেও আসলে চান ভোটারদের মনস্তুষ্টি। শিরক ও বিদ'আতকে এরা শুধু বরদাশত-ই করেন না, বরং লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে বড় বড় অনুষ্ঠান করেন। অধুনা নবীপ্রেমের মহড়া দেখিয়ে শহরে-নগরে বড় বড় র‍্যালী ও মিছিলের প্রদর্শনী

শুরু হয়েছে। চলছে 'জশনে জুলূস' নামে শহরব্যাপী ট্রাক মিছিলের মহড়া। অথচ অতি পবিত্র ছালাতও যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়, তাহ'লে ছওয়াব তো দূরের কথা, বরং সেই ছালাত শিরকে পরিণত হয় এবং ঐ মুছল্লী কবীরা গোনাহগার হয়'।[৩৩]

যদি তারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের খাদেম হ'তেন, তাহ'লে শিরক ও বিদ'আতকে উৎখাত করাই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হ'ত। যুগের দোহাই পেড়ে পাশ্চাত্যের কুফরী রাজনীতির সাথে আপোষ না করে ইসলামের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আপোষহীনভাবে এগিয়ে যেতেন। ইসলামের খিদমতের বদৌলতেই হয়তোবা আল্লাহপাক তাদের উপরে রহম করতেন। অথবা যদি তারা সত্যিকার অর্থে জনগণের খাদেম হ'তেন, তাহ'লে কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী অনুষ্ঠানের পিছনে অপচয় না করে ঐ টাকা দিয়ে এদেশের অগণিত ভূখা-নাঙ্গা মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থা করে অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হ'তেন। সাথে সাথে দেশী-বিদেশী সূদখোর দাদন ব্যবসায়ী ও এনজিও-দের খপ্পরে পড়ে অর্থ-সম্পদ ও ঈমান হারানো থেকে দরিদ্র জনসাধারণকে কিছুটা হ'লেও বাঁচাতে পারতেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সুন্নাতের অনুসারী হয়ে তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন।- আমীন!

مسلک سنت پہ اے سالک چلے جا بے دھڑک
جنت الفردوس تک سیدھی چلی گئی یہ سڑک

'সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক'।

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

৩৩. আহমাদ হা/১৫৮৭৬; তিরমিযী হা/৩১৫৪; মিশকাত হা/৫৩১৮ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায় 'রিয়া' অনুচ্ছেদ।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (২৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৫০.** শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ (৩০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮শ পারা (৩৫০/=)। **৫২.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (১৪০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: - ঐ (২০/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) - ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=। **৩.** এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=)। **৩.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৪.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৫.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা প্রথম ভাগ (৩০/=)। **৬.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ (৪৫/=)। **৭.** সাধারণ জ্ঞান প্রথম ভাগ (৩০/=)। **৮. দেওয়ালপত্র মোট ৩টি :** জীবনের সফরসূচী (৫০/=)। **৯.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। **১০.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (৫০/=)। এতদ্ব্যতীত 'প্রচারপত্র' এযাবৎ মোট **১৪**টি।

লেখক ও অনুবাদকদের বই : ৯০টি এবং **হা.ফা.বা. গবেষণা বিভাগ :** ১০টি। **মোট :** ১০০টি।

'বই বিতরণ প্রকল্পে' অর্থ প্রেরণের ঠিকানা :

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বই বিক্রয় বিভাগ

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা

হিসাব নং ০০৭১০২০০১০৪৭৩